

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

222064 - রোজাদারের জন্য যে সুন্নতগুলো পালন করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন

রোজার সুন্নতগুলো ক'কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোজা একটি মহান ইবাদত। সওয়াবের আশাবাদী রোজাদারের সওয়াব আল্লাহ ছাড়া আর কউে জানেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “বনী আদমের প্রত্যেকেটি কাজের সওয়াব তার নিজের জন্য; রোজা ছাড়া। রোজা আমার জন্য; আমিই রোজার প্রতিদিন দবি।” [সহিহ বুখারী (১৯০৪) ও সহিহ মুসলিম (১১৫১)]

রমজানের রোজা ইসলামের একটি রোকন। রোজা ফরজ হোক অথবা নফল হোক একজন মুসলমানের রোজা পালনে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত; যাতে সে আল্লাহর কাছ থেকে উপযুক্ত প্রতিদিন পতে পারে।

রোজার অনেকে সুন্নত রয়েছে। যমেন-

এক:

রোজাদারকে কউে গালি দিলে অথবা তার সাথে ঝগড়া করলে এর বনিমিয়া তে তার সাথে ভাল ব্যবহার করে বলবে: “আমি রোজাদার”।

দুই:

রোজাদারের জন্য সহেরী খাওয়া সুন্নত। সহেরীর মধ্যে বরকত রয়েছে।

তনি:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অনতবিলিম্বে ইফতার করা সুন্নত; আর দরেতিতে সহেরী খাওয়া সুন্নত।

চার:

কাঁচা খজের দিয়ে ইফতার করা; কাঁচা খজের না পলে শুকনো খজের দিয়ে; শুকনো খজেরও না পলে পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত।

পাঁচ:

ইফতারের সময় এই দোয়াটি পড়া

"ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَتَبَّتِ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ"

“তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শরীরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং প্রতদিন সাব্যস্ত হয়েছে; ইনশাআল্লাহ”।

এ সংক্রান্ত দলিলগুলো জানতে [39462](#) নং প্রশ্নের জবাব দেখুন।

ছয়:

রোজাদারের বেশি বেশি দু'আ করা মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তিনি ব্যক্তরি দু'আ ফরিয়ি দেয়া হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক। রোজাদার; ইফতার করার পূর্ব পর্যন্ত। মজলুমের দু'আ।

মুসনাদে আহমাদ (৮০৪৩), মুসনাদ কতিবের পাঠোদ্ধারকারী সম্পাদকগণ হাদিসটিকে অন্যান্য সহায়ক সনদ ও হাদিসের ভিত্তিতে ‘সহিহ’ বলছেন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলছেন:

রোজাদারের জন্য রোজাপালনকালে নিজের জন্য, প্রিয় মানুষের জন্য এবং সকল মুসলমানের দুনিয়া ও আখরোতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব। [আল-মাজমু (৬/৩৭৫)]

সাত:

রোজার দিন নমিনোক্ত বিষয়গুলো পালন করা মুস্তাহাব:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

- মসজিদে বসে বসে কুরআন তলোওয়াত করা ও আল্লাহর যিকির করা।

- শেষে দশদনি ইতকিফ করা।

- তারাবীর নামায আদায় করা।

- বেশে বেশে দান সদকা করা।

- পরস্পর কুরআন অধ্যয়ন করা। সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ট বদান্য মানুষ। তিনি সবচেয়ে বেশে বদান্য হতেন রমজান মাসে; যখন জব্রাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। জব্রাইল (আঃ) প্রতি রাত্রে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং একে অপরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত বাতাস চেয়ে অধিক বদান্য ছিলেন।”

-অনর্থক ও বহুদা কাজে সময় নষ্ট না করা; যা তার রোজার উপর প্রভাব ফলেতে পারে যমেন অতিরিক্ত ঘুম, অতিরিক্ত ঠাট্টা মশকরা ইত্যাদি। নানা রকম খাবারদাবার নিয়ে ব্যতবিষস্ত না হওয়া। কারণ রোজা পালনকালে এগুলো তাকে অনেকে নকীর কাজ করা থেকে বরিত রাখবে।

আর জানতে দেখুন [12468](#) ও [26869](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।